160055 - যাদরে দশেে কোরবানরি গোশেত নয়োর মত গরীব মুসলমান নইে তারা কভিাবে কোরবানরি গোশেত বণ্টন করবে?

প্রশ্ন

আমি বদিশেী অধ্যয়নরত একজন ছাত্র। আমি কোরবানি করতে ইচ্ছুক। আমি জানি যে, কোরবানরি গোশেত তনি ভাগে ভাগ করতে হয়। এক তৃতীয়াংশ নজিদেরে জন্য। এক তৃতীয়াংশ হাদয়িা দয়োর জন্য। আর এক তৃতীয়াংশ গরীবদরে মাঝে সদকা করার জন্য। উল্লখ্যে, আমি এখানে যে শহরে পড়ি এখানে কোন গরীব মুসলমান নইে। এখানে অবস্থানরত মুসলমানরো বলে তারা এক তৃতীয়াংশ 'ইসলামকি সন্টোর' এ দান করে দয়ে। এটা কি সঠকি? নাকি অন্য কোন সমাধান আছে যা আমরা করতে পারি? আমাদরেকে জানাবনে আশা করি। আল্লাহ্ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কোরবানরি গোশেত তনি ভাগ করার বষিয়টি কোন কোন সাহাবী থকেে বর্ণতি আছে। তবে এ বষিয়ে প্রশস্ততা রয়ছেে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গরীব-মসিকীনদরে কাছে কোরবানরি গোশেতরে একটা অংশ পৌঁছা।

ইবনে উমর (রাঃ) বলনে: "কোরবানরি পশু ও হাদরি পশুর গোশেত এক তৃতীয়াংশ নজিরে পরবিাররে জন্য, এক তৃতীয়াংশ নজিরে জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ মসিকীনদরে জন্য"।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকেওে এমন উক্তি রয়ছেে।

দুই:

যদি কোরবানকিারী তার কোরবানরি গোশেত থকেে কোন একজন মসিকীন মুসলমিকে খাইয়ে এরপর বাকী গোশেত অমুসলমিদরেকে দান করে দয়ে তনিি সটো করতে পারনে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

“কোরবানির গোশত কাফেরকে খাওয়ানো জায়েয। এটি হাসান, আবু সাওর ও কিয়াসপন্থীদেরও অভিমত।

কেননা এটি নফল সদকা। তাই এর থেকে যিম্মি ও অমুসলিম বন্দিকে খাওয়ানো জায়েয; অন্যসব সদকার মত। আর যেটা ওয়াজিব সদকা সেটা কোন কাফেরকে দেওয়া জায়েয নয়। কেননা ওয়াজিব সদকা যাকাত ও কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার মত”।[আল-মুগনি (১১/১০৯) থেকে সংক্ষেপিত]

অতএব, আপনি আপনার কোরবানির পশু জবাই করার পর একজন মিসকীন মুসলমানের সন্ধান করবেন এবং তাকে কিছু দিয়ে দিবেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে আপনি নিজে খাবেন, সংরক্ষণ করে রাখবেন, হাদিয়া দিবেন ও দান করবেন; এমনকি অমুসলিমদেরকে হলেও। হতে পারে এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের অন্তর আকৃষ্ট হবে।

আর যদি আপনি কোন একজন মিসকীনকেও না চিনেন এবং আপনার পক্ষ থেকে ইসলামিক সেন্টার গরীবদেরকে খুঁজে বের করে তাদের কাছে কোরবানির গোশত পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করবে তাহলে ইসলামিক সেন্টারকে আপনি যতটুকু পরিমাণ চান দিয়ে দিতে পারেন।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।